

www.bhorkagoj.net

এসো হে বৈশাখ ১৪১০

ভোরের কাগজের সকল পাঠক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রতি শুভ নববর্ষ

মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ অনলাইন

হোমপেজ আপনার মতামত বিজ্ঞাপন হার ফোরাম

২২ এপ্রিল ২০০৪, বৃহস্পতিবার ১৯ বৈশাখ ১৪১০

প্রবাসে বাংলাদেশ

টুদে সংখ্যা

ভুল ভাঙলো ওদের



অভিজিৎ রায়

গ্যালিলিওর অভ্যুদয়

গ্যালিলিওর রাজত্বকাল ছিল ১৫৫৮-১৬৪২ অর্থাৎ ৮৪ বছর। রাজত্ব ছাড়া, আর কিই বা বলা যায় তার কালপর্বকে। রাজার মতোই ছিল তাঁর বিচরণ, যদিও পেশায় ছিলেন গণিতের অধ্যাপক। পড়াতেন পাদুয়া বা পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কোথেকে শুনছিলেন যে টেলিস্কোপ নামে একটি যন্ত্র কে যেন আবিষ্কার করেছেন যা দিয়ে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র খুব বড়ো করে দেখা যায়। ব্যাস, শোনা মাত্রই (স্রেফ শোনা, দেখেননি) তিনি নিজে লেগে গেলেন টেলিস্কোপ বানানোর কাজে, বানিয়েও ফেললেন অবশেষে। নিজের বানানো টেলিস্কোপ দিয়েই তিনি চাঁদের পাহাড় দেখলেন, বৃহস্পতির উপগ্রহ দেখলেন। আর সৌর কলঙ্ক আবিষ্কার করলেন। কি একক অত্যাশ্চর্য প্রতিভা!

তাঁর এ পর্যবেক্ষণগুলো ১৬১০ সালে **Sidereus Nuncius** বা বাংলায় 'নক্ষত্রময় দূত'

নামের একটি পুস্তকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। এ গ্রন্থের বিতর্কিত সিদ্ধান্তগুলো আসলে ছিল কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্বেরই পরোক্ষ সমর্থন। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে টেলিস্কোপের মাধ্যমে পাওয়া তাঁর পর্যবেক্ষণগুলোর মাধ্যমে গ্যালিলিও আসলে সে সময়কার প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা আর ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছিলেন। আক্ষরিক অর্থেই তিনি তখন 'আগুন নিয়ে' খেলছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই ভুলে যাননি কবছর আগে ১৬০০ সালে জিওদানো ব্রনো (১৫৪৮-১৬০০) নামে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে রোমে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদকে সমর্থন করার 'অপরাধে' জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। ব্রনোকে আগুনে পোড়ানোর আগ পর্যন্ত চার্চ থেকে প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছিল যেন তিনি কোপার্নিকাসের ভুল মতবাদ পরিত্যাগ করে বাইবেলের বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ টলেমির 'পৃথিবী কেন্দ্রিক' মতবাদকে সত্য বলে মেনে নেন।

গ্যালিলিওর মৃত্যুর ৩৫০ বছর আর ব্রনোকে হত্যার ৩৯২ বছর পরে পোপ জন দ্বিতীয় পল ক্যাথলিক চার্চের পক্ষে জনগণের সমক্ষে ক্ষমা চেয়ে স্বীকার করেছেন যে, গ্যালিলিও ও ব্রনোর প্রতি তখনকার চার্চের আচরণ মোটেই সঠিক ছিল না। দীর্ঘদিন পরে হলেও অপরাধবোধ থেকে পাপ স্থালনের চেষ্টা। সত্তরের দশকের সূচনা থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কার ও মানুষের প্রযুক্তিবিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য সাফল্য চার্চকে ক্রমশ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে বাধ্য করে। পদার্থবিজ্ঞান, বিশ্বতত্ত্ব এবং জীববিজ্ঞানে বিশেষ করে জেনেটিক সংক্রান্ত গবেষণায় প্রাণের রহস্য উদঘাটনে অবিশ্বরণীয় সাফল্য অর্থাডব্লু চার্চের পুরোনো ধ্যান-ধারণাকে প্রবল নাড়া দেয়। ১৯৭৪ সালে লিখিত ঐযবড়ষড়মরপধষ ঝঃফরবং পুস্তকে বিজ্ঞানের প্রতি চার্চের নিরাসক্ততার (পূর্বে ছিল আক্রমণাত্মক ভূমিকা) সমালোচনা করে উল্লেখ করেছিলেন, 'চলমান বিজ্ঞান ও খ্রিস্টীয় রক্ষণশীল বক্তব্যের সম্পর্ক বিষয়টি আধুনিক ধর্মীয় চিন্তা-চেতনায় একটি অত্যন্ত অবহেলিত এলাকা। গত ৫০ বছরে পদার্থবিজ্ঞানের বিপ্লবাত্মক ঘটনাবলীর মুখোমুখি হয়ে ধর্মগুরুরা যখন সম্পূর্ণ মৌন থাকেন তখন এতে আমরা কেবল বিস্ময় প্রকাশ করতে পারি।'

আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি চার্চের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে ১৯৮১ সালে অক্টোবর মাসের ৩ তারিখে বিজ্ঞানীদের সম্মোদন করে প্রদত্ত পোপ পল জনের (দ্বিতীয়) বিবৃতিতে। তিনি বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত আস্থা প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'বিজ্ঞান গবেষণা হলো সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ'।

১৯৭৯ সালে ১০ নভেম্বর তারিখে আইনস্টাইনের জন্মশতবার্ষিকীতে ধর্মযাজকীয় বিজ্ঞান একাডেমির বিজ্ঞানীদের সমাবেশে পোপ জন পল দ্বিতীয়র ভাষণে গ্যালিলিওর


প্রতি তৎকালীন ধর্মগুরুদের আচরণের সমালোচনা ইঙ্গিত বহন করে যে, চার্চ তার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে শুরু করেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন, মাননীয় সভাপতি আপনি আপনার ভাষণে সত্যিই বলেছেন যে, গ্যালিলিও এবং আইনস্টাইন একটি যুগকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলে। গ্যালিলিওর বিশালত্ব সবার জানা, আইনস্টাইনের বিশালতার মতোই। কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তির, যাকে আজ আমরা সম্মানিত করছি কার্ডিনালদের কলেজের সামনে, বিপরীতে প্রথম ব্যক্তিটিকে সীমাহীন কষ্ট-দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে চার্চের মানুষ ও সংগঠনের হাতে, আর এ সত্য আমরা চাপা দিতে পারি না।

গ্যালিলিওর উদ্ধৃতি দিয়ে পোপ জন পল বলেন যে, বিশ্বাস ও বিজ্ঞান এ দুটি সত্য কখনো পরস্পরবিরোধী হতে পারে না। গ্যালিলিওকে ধর্মভীরু ভালো খ্রিস্টান প্রমাণ করতে ১৬১৩ সালে ২১ ডিসেম্বর তারিখে ফাদার বেনেডেদেতো ক্যাসেলিকে লেখা গ্যালিলিওর চিঠির উদ্ধৃতি দিয়েছেন “...Holy Scripture can never lie or err, and that its declarations are absolutely and inviolably true. I should have added only that, through the Scripture cannot err, nevertheless some of its interpreters and expositors can sometimes err in various ways. One of these would be very serious and very frequent, namely to want to limit oneself always to the literal meaning of the words...”

গ্যালিলিও যে ক্রনোর মতো সাহসী ছিলেন না, এটি ইতিহাসে প্রমাণিত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ক্রনো অতোটা সৌভাগ্যবান নন, গ্যালিলিওর তুলনায় বর্তমান চার্চের কাছ সহানুভূতি পাওয়ার বিষয়ে। পার্থক্যটা হলো অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানী হলেও গ্যালিলিও ছিলেন ঠিকই ধর্মভীরু নিষ্ঠাবান খ্রিস্টান, আর ক্রনো ছিলেন প্রচলিত চার্চীয় ধর্মবিশ্বাস বিরোধী। ১৯৯২ সালের ৩১ অক্টোবর রোমান ক্যাথোলিক চার্চ অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করছেন যে, কোপার্নিকাসের তত্ত্ব সমর্থন করে গ্যালিলিও সঠিক কাজ করেছিলেন, ক্রনোর প্রতি এরকম কোনো স্বীকারোক্তি চার্চ অদ্যাবধি করেননি। তার লিখিত পুস্তকগুলো আজো ভ্যাটিকানের নিষিদ্ধ গ্রন্থের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। ক্রনোর প্রতি বর্তমান ক্যাথোলিক চার্চের দৃষ্টিভঙ্গি এখনো যে অনুদার তা এনসাইক্লোপিডিয়ার সর্বশেষ সংস্করণে ক্রনোর ওপর দুপৃষ্ঠাব্যাপী লেখাটি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেখানে ক্রনোকে চঞ্চলমতির কোনো মতবাদেই স্থিতিশীল নন এমন ধরনের জ্ঞানবান ব্যক্তি হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। সেখানে ক্রনোর ধর্ম সম্পর্কে বক্তব্যগুলোকে ভ্রান্ত বলে বলা হয়েছে এবং এর ফলে চার্চের রক্ষণশীল অঙ্গ ‘ইনকুয়িজিশন’-এর হাতে দীর্ঘদিন ধরে কারাবন্দী ও নির্যাতন ভোগের কথা বলা হলেও চার্চ কর্তৃপক্ষ যে তাকে জীবন্ত দন্ধ করে হত্যা করে তার জন্য কোনো অনুশোচনার অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়নি।

ক্রনো তাঁর নানা লেখায় উল্লেখ করেছেন, 'ঈশ্বর আর বিশ্বজগৎ' এক; 'জড় আর চৈতন্য', 'দেহ ও আত্মা' একই পদার্থের দুটি দশা মাত্র; মহাবিশ্ব অনন্ত; দৃশ্যমান জগতের বাইরে রয়েছে অসীম সংখ্যক অনেক জগৎ, যার প্রতিটিতে রয়েছে জীবময় অধিবাসী...ইত্যাদি।

•

 [Print this page](#)

[<<

Previous]

[Next

>>]

উপরোক্ত প্রবন্ধটি **২২ এপ্রিল দৈনিক ভোরের কাগজ** 'একুশ শতক' বিভাগে প্রকাশিত :

http://www.bhorerkagoj.net/archive/04_04_22/news_13_1.php

একুশ শতকঃ

- ধূমকেতু অভিযান ছুটে চলেছে মহাকাশযান রোসেটা
- ভুল ভাঙলো ওদের
- ভিএলটি আকাশের নতুন চোখ
- বিজ্ঞানের বই ঃ জিনের ভাষা

বিজ্ঞানের বই ঃ জিনের ভাষা